POLITICAL SCIENCE (SEMESTER 1)

GE-1: Nationalism in India

TOPIC 3: SWADESHI MOVEMENT

BY –SHYAMASHREE ROY, ASSISTANT PROF.

স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫)

স্বদেশী আন্দোলনের শুরুতে এর জেনেসিস ছিল দেশ বিভাগ বিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশদের বিরোধিতা করতে শুরু করে বাংলাকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত। শুরু দিয়ে শতাব্দীর মোড়কে স্বদেশী মোভমেন্ট,ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন একটি বড় লাফিয়ে এগিয়ে যায়।আন্দোলনের সীমাবদ্ধ ছিল না রাজনীতি একা। মহিলা, ছাত্র এবং একটি বড় অংশ শহর এবং গ্রাম এবং অন্যান্য গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যা ভারতের অংশগুলি জাতীয়ভাবে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়েছিল

আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনে বিভিন্ন বিভাগ অংশ নিয়েছিল বিভিন্ন কারণে, এবং এই পার্থক্য পেয়েছে আন্দোলনে প্রতিফলিত। উদাহরণস্বরূপ, হিন্দু

পূর্ববাংলার জমিদারগণ, যারা এর বিরোধিতা করেছিলেন বিভাজন, যাতে একটিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু না হয় কৃষকের অস্থিরতা বৃদ্ধি, প্রকাশ্যে সাম্প্রদায়িক প্রচার আন্দোলন-প্রচার শিবাজী উত্সব, চিত্র-পূজা,হিন্দু অনুষ্ঠান ইত্যাদি। এই প্রচারটি সংক্রামিত হয়েছে পুরো আন্দোলন, এবং এটি যথেষ্ট হিসাবে দুর্বল 1907 সালে ময়মনসিংহে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। তবে এখনও অনেক মুসলিম এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুরুষ ছিলেন গজনভী, রসুল দিন মোহাম্মদ, দেদার বক্স,মনিরুজ্জামান, ইসমাইল হুসেন সিরাজী, আবুল হুসেন,আবুল গাফার, এবং লিয়াকত হোসেন। 10,000 – শক্তিশালী কলকাতায় যৌথ হিন্দু-মুসলিম ছাত্র মিছিল 23 সেপ্টেম্বর 1905, এর সম্ভাব্যতার সাক্ষ্য দেয় স্বদেশী ইস্যুতে সাম্প্রদায়িক সংহতি। ঘটনা এটি যে বিজয় হতে পারে তা ব্রিটিশদের কাছে দায়ী করা উচিত বিভাজন এবং বিধি নীতিগুলি এবং জমিদারদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে উষ্কতা দ্বারা ব্রিটিশদের নকশা আরও এগিয়ে সাম্প্রদায়িক প্রচার। স্বদেশীর আবেদন আন্দোলন ছিল এর সরল গণ পদ্ধতির এবং এটি 'প্রার্থনা আবেদনের' রাজনীতির প্রত্যাখ্যান। সাথে এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে আসে কেবলমাত্র একটি সীমিত সংস্কারের জন্য তত্ব প্রচার করেন ব্রিটিশ শাসন,তবে এর সম্পূর্ণ উত্থান।

কংগ্রেসের বনরস অধিবেশন

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এটি গ্রহণ করেছিল বেনারস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ১৯০৫ সালে স্বদেশী ড জি.কে. গোখলে। জঙ্গি জাতীয়তাবাদ নেতৃত্বে বাল গঙ্গাদার তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায় এবং অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন,তবে আন্দোলনকে বাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে বাকি ভারত এবং প্রোগ্রামের বাইরে এটি বহন করছে শুধু স্বদেশী এবং সম্পূর্ণ বর্ধিত পণ্য বর্জন রাজনৈতিক গণসংগ্রাম 1905 সালের 7 আগস্ট, একটি রেজোলিউশন

ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করার জন্য একটি সভায় গৃহীত হয়েছিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের। এটা জন্য খাঁটি অর্থনৈতিক পরিমাপ হিসাবে শুরু ভারতীয় শিল্পের বিকাশ। এর বনফায়ার বিদেশী পণ্য সব মিলিয়ে একটি বিশাল পরিমাণে পরিচালিত হয়েছিল প্রধান শহরগুলো. এর অনেক ইতিবাচক পরিণতি হয়েছিল: (ক) এটি

বিশেষত ক্ষুদ্র ও ভারতীয় শিল্পকে উত্সাহিত করেছে মাঝারি স্তরের, (খ) অনেক স্বদেশী ব্যাংক এবং বীমা সংস্থাগুলি চালু হয়েছিল এবং (গ) এর বিকাশ সাংবাদিকতা এবং জাতীয় কবিতা যা প্ররোচিত করেছিল ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের অনুভূতি।

স্বদেশী আন্দোলনের বিস্তার

স্বদেশী এবং শীঘ্রই বয়কট করার বার্তা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে: লোকমান্য তিলক নেন বিশেষতঃ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন পুনা এবং মুম্বই অজিত সিং ও লালা লজপত রায় পাঞ্জাব এবং অন্যান্য অংশে স্বদেশী বার্তা ছড়িয়ে দিন উত্তর ভারতের; সৈয়দ হায়দার রাজা এজেন্ডা সেটআপ করেন দিল্লি, রাওয়ালপিন্ডি, কংরা, জম্মু, মুলতান এবং হার্ডওয়ার স্বদেশে সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন আন্দোলন; চিদম্বরম পিল্লাই আন্দোলনে নেমেছিলেন চেন্নাইয়ের রাষ্ট্রপতি, যা বিপিনও উত্সাহিত করেছিলেন

চন্দ্র পালের বিস্তৃত বক্তৃতা সফর।

আন্দোলন একটি টার্নিং পয়েন্ট ছিল আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস -

এটি অর্থে ভারতীয় ইতিহাসের চরমপন্থী রাজনীতির সেরা অভিব্যক্তি ছিল এটি স্ব-বিকাশের উপর জোর দিয়ে অরাজনৈতিক গঠনমূলক স্বদেশী ছিল প্যাসিভ প্রতিরোধের উপর জোর দিয়ে প্রচেষ্টা এবং রাজনৈতিক চরমপন্থা এটি প্রার্থনা ও আবেদনের পুরানো পদ্ধতিগুলি থেকে পরিবর্তনটি প্রত্যক্ষ করেছিল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অর্থ্যাৎ অন্যায্য আইন লঙ্ঘন ইত্যাদি. মডারেটস প্রথম সময় তাদের প্রচলিত ছাড়িয়ে গেছে রাজনৈতিক পদ্ধতি যেমন সংঘবদ্ধ শ্রমিক ধর্মঘট, ইত্যাদি.কংগ্রেসকে দুর্বল করার পরিবর্তে, এটি পুনরুত্থিত করার জন্য যাদুবিদ্যার তুষার হিসাবে কাজ করেছে,কংগ্রেস উগ্রবাদীদের সাথে একমত হয়েছিল এবং 1906 সালে "স্বরাজ" এর লক্ষ্য ঘোষণা করেছিল। বাঙালিদের বিভক্ত না করে আন্দোলনটি অস্তিত্ব নিয়েছিল কলকাতা নেতাদের এবং তাদের পূর্বকে একীভূত করে স্বদেশী জোট বাঙালি অনুসারী। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটি মানুষের বিবেককে জাগ্রত করেছিল

বৃহত্তর এবং তারা ব্রিটিশদের চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত ছিল সব ক্ষেত্রেই আধিপত্য।

কৃষকদের কাছ থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল না, আন্দোলন হয়েছিল মূলত উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত এবং জমিদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। "স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল

ভারতে সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলন। গান্ধিয়ান অসহযোগ আন্দোলনের মতো আন্দোলন

স্বদেশী আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে ছিল "।